আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই

মাসুদা সুলতানা রুমী

আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই

মাসুদা সুলতানা রুমী

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন, বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরসর পাবলিকেশন্স
৩৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১-১২৮৪৮৬

প্রফেসরসর বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১-৬৬৭৭৫৪

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১০

কম্পিউটার কম্পোজ
রেনেসাঁ কম্পিউটার্স, মিরপুর, ঢাকা

মুদ্রণ
আল ফয়সাল প্রিন্টার্স, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

Allaha Tar Nurke Bikoshito Korbeny Written by Masuda Sultana Rumi
Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzhim Prokashoni, 45,Banglabazar, Dhaka.

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

'আল্লাহ তার নূরকে বিকশিত করবেনই' মূলতঃ আমার কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলন। যে প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময় ছাপা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা সাধারণতঃ হারিয়ে যায়। তাই প্রবন্ধ কয়টি খুঁজে খুঁজে একত্রিত করেছি আমার সুপ্রিয় পাঠকদের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভালো কোনো সাহিত্যিক নই এবং বড় কোনো জানলেওয়ালাও নই। আল কুরআন এবং হাদীস থেকে যা বুঝেছি এবং সমাজে যা দেখি তাই লিখি। আমার লেখার মধ্যে ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভুলগুলো আমাকে ধরিয়ে দেবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমি তা শুধরে নেব ইনশাল্লাহ। আমার এই লেখা থেকে একজন মানুষও যদি উপকৃত হন– আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে এবং আমার শ্রমকে যেন কবুলকরে নেন।

আমীন! সুম্মা আমীন!

মাসুদা সুলতানা রুমী

www.amarboi.org

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. দুর্নীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়	৫
২. আল্লাহ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই	১০
৩. মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৩
৪. বাংলা ভাষা মাতৃভাষা আল্লাহর সেরা দান	১৬
৫. মানুষের জন্য কাম্য নয়	২২
৬. প্রহসন আর কাকে বলে?	২৭

www.amarboi.org

দুর্নীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়

রাসূল (স.) বলেছেন, "পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে এক পা'ও নড়তে দেওয়া হবে না।

১. জীবনটা কোন কাজে ব্যায় করেছ?

২. যৌবন কাল কিভাবে কাটিয়েছ?

৩. কোন পথে আয় করেছ?

৪. কোন পথে ব্যয় করেছ?

৫. তোমাকে যা কিছু নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল তার হক কিভাবে আদায় করেছ?

হাদিসটি পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। মাত্র পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড আটকে দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি প্রশ্নের বাইরে আর কোনো প্রশ্ন নেই। অবশ্য ব্যাপারটা এমন নয় যে পরকালের কোনো পরীক্ষা হলে ফেরেস্তারা প্রশ্নগুলো করবে আর আমরা মুখে কিংবা লিখে উত্তর দেবো।

১. এসব প্রশ্নের উত্তর বাস্তব জীবনে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করে যাচ্ছি এবং দুজন সম্মানিত লেখক (কেরামিন কাতিবিন) তা লিখে যাচ্ছেন?। সেই লিখিত কিতাব খানাই সেদিন এই সব প্রশ্নের উত্তরে পেশ করা হবে। উপরোক্ত হাদিসখানা কেউ যদি মনে রাখে বা মেনে চলে তাহলে কি কেউ দুর্নীতিগ্রস্থ হতে পারে? আবোল তাবোল যা ইচ্ছা তাই বললেই তো হবে না। প্রথম প্রশ্নটা গোটা জীবন সম্পর্কে। সারা জীবন কি করা উচিত ছিল আর কি করেছি তার বিবরণ এর মধ্যে।

২. দ্বিতীয় প্রশ্ন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ের। যৌবন কালের। কারণ এই যৌবন কাল এমন একটি সময় যখন ইচ্ছে করলেই ভালো কাজ করা যায় আবার ইচ্ছা করলেই খারাপ কাজ করা যায়।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহপাক বলেন, "আমি পছন্দ করি যৌবন কালের ইবাদত।"

অথচ মানুষের ধারণা এই অল্প বয়সে কি আর ইবাদত করবে? আর একটু বয়স হোক দেখা যাবে। তাহলে " যৌবন কাল কিভাবে অতিবাহিত করেছ?" এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি তার আমলনামায় লেখা হবে? আর সে কি অকৃতকার্য হবে না?

৩. তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্ন কোন পথে বা কিভাবে আয় করেছ আর কি ভাবেই বা তা ব্যয় করেছ?

প্রতিটি কাজেরই দুটি দিক বা পথ আছে। একটি আল্লাহ ও তার রাসূলের দেখানো পথ অপরটি ইবলিশ বা নাফসের দেখানো পথ। প্রথমটি হালাল উপায় দ্বিতীয়টি হারাম উপায়ে। হযরত ওম (রা.) বলেছেন, "যদি কেউ জানতে চায় আমি কেমন মৃত্যু পছন্দ করি? তাহলে প্রথমে বলব আমি যেনো যুদ্ধের মাঠে শহীদ হই দ্বিতীয় পছন্দ যেনো হালাল রুজি সন্ধান করতে করতে মারা যাই।" অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে হালাল রুজি সন্ধান করা জিহাদ করার সমতুল্য। আর হারাম পথে রুজি মানেই তো অন্যকে ঠকানো, সুদ, ঘুষ, জুয়া, জালিয়অতি, আত্মসাত, ভেজাল, মজুদদারী, কালোবাজারি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ আরো যতো ধরনের হারাম রাস্তা আছে সবই অন্য মানুষকে ঠকানো বা হক নষ্ট করা। এইসব কাজকেই বলে দুর্নীতি করা।

যারা এই দুর্নীতিকে নিজেদের আয় রোজগারের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে তারাই দুর্নীতিবাজ। এদেরকে দুনিয়ার সবাই ঘৃণা করে আর আখেরাতেও এরা লাঞ্ছিত অপদস্ত ও ঘৃণিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

দুর্নীতি করা যে খারাপ তা তারা নিজেরাও জানে। এই কাজের জন্য সে যে সমাজে ঘৃণিত হবে তাও সে জানে। তাই সে তার কর্মকাণ্ডকে মানুষের কাছে গোপন রাখতে চায়। অন্য মানুষে না জানলেই সব অন্যায় অবৈধ কাজ তার জন্য যেনো বৈধ হয়ে যায়। তার মধ্যে যদি এই অনুভূতি বা বিশ্বাস থাকত যে, "আমার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ দেখছেন। এই কাজের জবাবদিহি করতে হবে। পরিণামে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।" তাহলে নিশ্চয়ই দুর্নীতি করা থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারত। পরকালের প্রতি অবিশ্বাসই মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। অথচ

www.amarboi.org

আখেরাতের বিচারে এই 'আয়ের উৎস'ই মানুষের বেশি সর্বনাশ করবে। পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা বলেছেন, "একে অপরের থেকে বেশি পাওয়ার মোহ তোমাদের ভুলের মধ্যে ফেলে রেখেছে। এমন কি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েই) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও। (সুরা তাকাসুর ১-২)

আবার বলেন, " তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এ চালচলনের কুফল জানতে) তাহলে এভাবে চলতে পারতে না। তোমরা জাহান্নাম দেখবেই। (তাকাসুর-৫-৬)

অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দুনিয়ার বেশি সুখ সম্পত্তি লাভের প্রতিযোগিতাই মানুষকে পরকাল সম্পর্কে গাফেল করেছে। পরকালের প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে পাপের প্রতি বেপরোয়া করে তোলে।

সংসার ও সন্তানের জন্যই মানুষ আয় রোজগার করে। সংসার ও সন্তানের মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতেই অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। আল্লাহপাক মানুষকে সাবধনা করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয় (সুরা মুনাফিকুন-৯)

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন, "কোন কোন সন্তান তোমাদের দুশমন।" (আল কোরআন)

কারণ মাত্রাতিরিক্ত সন্তানের স্নেহ এবংসংসারের মোহ মানুষকে বিবেকহীন করে ফেলে। আমাদের দেশের বড় বড় মন্ত্রী এমপি এবং নেতাদের দিকে তাকালে অবাক হয়ে দেখতে হয় কি পরিমাণ দুর্নীতি তারা করেছে। সমাজের শ্রদ্ধার আসনে বসে জনগণের সম্পদ আত্মসাত করে রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি তথা জনগণের চরম সর্বনাশ করতে একটুও তাদের বিবেকে বাধে নি।

কারণ পশুর মতো এদের অন্তরে শুধু ভোগের লিপ্সা এবং সন্তান বাতসল্যই ছিল। অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি সামান্যতম ভালবাসাও এদের মধ্যে নেই। আর সেই সাথে তাদের এই দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেছে স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা। শুধু সহযোগিতা বললে ভুল হবে। এই সব পুত্র পরিজনেরা দুর্নীতি করতে উৎসাহ দেয়, অনুপ্রেরণা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্য করে। এদের বৈধ অবৈধ, সম্ভব অসম্ভব চাহিদা

www.amarboi.org

মেটাতে গিয়ে অনেক সৎ ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছেন। এ ধরনের বহু প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।

চার নং প্রশ্ন : কোন পথে ব্যয় করেছ?

যারা আয় অবৈধভাবে করে তারা ব্যয়ও অবৈধ পথেই করে। বৈধ পথের আয় বৈধ পথেয় সাধারণত ব্যয় হয়। আমাদের দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদের কাছে কোটি কোটি অবৈধ টাকা ধরা পড়ল। টাকা রাখার জায়গা না পেয়ে চাউলের ড্রামে রাখল, বালিশ, তোষকের ভেতরে তুলার বদলে টাকা ভরে রাখল। অথচ তার দুস্থ মা আর প্রতিবন্ধী বোন কি নিদারুণ অর্থ কষ্টে দিন কাটায়। মা সব শুনে অবাক হয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করে, "হামার ছেলের এতো টাকা– হামাক মোটে দুই হাজার ট্যাকা দেয়– হামার বোবা বেটিকে নিয়ে তাতে হামার চলে না বাপো।"

এদিকে তার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের কি অবৈধ দাপট। এমনি আরো অনেক লোক আছে যারা অবৈধ আয় আর অবৈধ ব্যয়ে অভ্যস্থ তারা সবাই ঐ সরকারী আমলার মতো দুনিয়াতেই লজ্জিত লাঞ্ছিত না হলেও আখেরাতে লাঞ্ছিত এবং চরম শাস্তি পাবেই। যদি এখনই তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা।

এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়। তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচদের চেয়েও নীচে নামিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করতে থাকে। কেননা তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনোদিন শেষ হবে না।" (সুরা আত্তীন-৪-৬)

অর্থাৎ মানুষকে এমন উন্নত পর্যায়ের দেহ সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোনো প্রাণীকে দেওয়া হয়নি। তাকে উন্নত পর্যায়ের চিন্তা উপলব্ধি জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। আবার এই মানুষের মধ্যেই যাদের মধ্যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান নেই তারা এত নীচদের চেয়েও নীচে নামতে পারে যা কল্পনা করতেও পারা যায় না। তখন তারা নিজেদের লোভ লালসা ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্য সকল প্রকার পশুত্বকেও হার মানায়।

এই নিচুতা থেকে রক্ষা পাবে তারাই যারা পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ মানে– আমলে সালেহ করবে। ঈমান আনা মানে– আল্লাহ

www.amarboi.org

ও তার রাসূল এবংতার কিতাবের উপর বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসই পারে আমাদের নিচুতার হাত থেকে রক্ষা করতে।

উপরোল্লিখিত হাদিসের পঞ্চম প্রশ্ন, প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের হক কিভাবে আদায় করেছ?

দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে সংসার সন্তান সম্পদ সব সবই তো নেয়ামত। এই সমস্ত নেয়ামত দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারাই হলো আল্লাহর দেওয়া সব নেয়ামতের হক আদায় করা। ব্যাস। এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুভূতিই পারে সকল প্রকার নিচুতা ও দুর্নীতি করা থেকে সকল মানুষকে হেফাজত করতে। দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সম্মান দিতে। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে যদি এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সমাজ এবং দেশের জনগণের মধ্যে যদি এই অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাহলেই পেতে পারি একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ তথা দেশ।

কুরআন এবং হাদীস অধ্যয়ন এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপনই দুর্নীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই

ইদানীং দাদীকে খুব মনে পড়ছে। বিশেষ করে প্রবাদ বাক্যগুলো– যেমন–

"কি দিমু খোডা–কি দিমু খোডা
মক্কা যাইয়া মরচে দুই বাপ বেডা।"

কিংবা

"কোডা নাই তার খোডা দিমু কি?
উডান ঠাপানির ঝি।"

আমাদের বিরোধী দল আর বাম ঘরানার সবার অবস্থা যেন তাই। জামায়াতে ইসলামীর যখন কোনো দোষই পাওয়া যাচ্ছে না তখন কি আর করা! দোষ তো কিছু তৈরি করা লাগবে। সেদিন টিভিতে বিবিসি বাংলা সংলাপ শুনে দাদীর প্রবাদ বাক্যগুলো নতুন করে স্মরণ হলো। প্রচারিত টক শে তে ছিলেন আবেদ খান, আওয়ামী লীগের আঃ মতিন, জামায়াতে ইসলামীর ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, আর একজনের নাম ঠিক মনে করতে পারছি না। উপস্থাপক আর প্রায়শ দেড়েক দর্শক শ্রোতা। এদের সবারই একান্ত প্রচেষ্টা ছিলো ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে কোনঠাসা করা। বিশেষ করে আবেদ খানের উলংগ আক্রমণ ছিলো উপভোগ করার মতো।

দর্শক শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, "দুর্নীতি করার অপরাধে তত্বাবধায়ক সরকার সব দলের নেতাদেরই ধরছেন, বিচার করছেন, জেল হাজতে ঢুকাচ্ছেন। অথচ জামায়েত ইসলামীর কাউকে ধরছেন না কেন?"

এর উত্তরে ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলছিলেন, "একদম ধরা হয়নি কথা ঠিক না। জামায়াতের কিছু লোককেও ধরা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তার মধ্যে একজনের দোষ প্রমাণিত হয়েছে, জামায়াত তাকে দল থেকে বহিস্কার করেছে। জামায়াতের নেতারা কেউ দুর্নীতির সাথে জড়িত নেই...।"

www.amarboi.org

কথা শেষ না হতেই উপস্থাপক ব্যারিস্টার সাহেবের কথা শেষ করে দিয়ে আবেদ খানকে বলারসুযোগ দিলেন। আবেদ খান বললেন, "জামায়াত ইসলামীর একটা অসাধারণ গুণ আছে। তা হলো অপরাধ করে সহজেই হাত মুছে ফেলতে পারে।" এরপর তিনি দেশবাসীকে একটা গল্প শুনালেন, "এক লোকের একটা ছাগল আর একটা বানর ছিলো। সেই লোক এক ভাড় দই আর ছাগল বানর দুটিকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিশেষ কারণে লোকটি ছাগল বানর আর দই এর ভাড় রেখে একটু দূরে যায়। এদিকে বানর সব দই খেয়ে ছাগলের মুখে দই লাগিয়ে রাখে। মালিক এসে যাতে মনে করে যে ছাগলই সব দই খেয়েছে। তেমনি জামায়াত ৭০/৭১ সালে দই লাগিয়েছে মুসলিম লীগের মুখে, জোট সরকারের আমলে বিএনপির মুখে, এখন তত্ত্বাবধায় সরকারের মুখেও দই লাগানোর চেষ্টা করছে।"

ব্যারিস্টার সাহেব শুধু বললেন, "তাহলে আবেদন খান সাহেব বলতে চান, যারা ক্ষমতায় ছিলেন না বা আছেন তারা সবাই ছাগল অবশ্য আমি তা বলি না...।"

আবেদ খানের চেহারা তখন ধরা খাওয়া চোরের মতো হয়ে গেলো যেনো।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিজেদের কথায় এরা নিজেরাই অপদস্ত হয়। অথচ লজ্জা পায় না। আল্লাহ পাক বলেছেন, "শয়তান যাকে ছোঁয় সে পাগল হয়।" এই সব মানুষ যেনো শয়তানে ছোঁয়া পাগল। এরা কোনো যুক্তি মানে না, সত্য সঠিক বোঝে না। আল-কোরআন এবং কোরআন যারা মানে তাদের বিরোধিতা এবং শত্রুতা করাই যেনো এদের একমাত্র ব্রত। আল-কোরআন যে আল্লাহর বাণী, এতে যে সামান্যতম ভুল নেই তা এদের আচরণ থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন আল কোরআন নাযিল হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। সেখানে বলা হয়েছে– যারা আল্লাহকে কে মানে না–তারা বামপন্থী। সুরা ওয়াকিয়াতে আল্লাহ বলেন, "বামপন্থীদের দুর্ভাগ্যের কথা আর বলা যাবে।"

অতচ এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বামপন্থী পরিচয় দিয়ে অহংবোধ করে। আল-কোরআনের পরিভাষায় যাদের বাপমন্থী বলা হয়েছে এরা যেন সত্যিই তাই। (যদি তওবা করে ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা)

www.amarboi.org

এদের কথাবার্তা আলোচনা শুনলে অবাক হতে হয়। মনে হয় দেশে অন্য কোনো সমস্যা নেই, অভাব নেই, দুর্নীতি নেই, সন্ত্রাস নেই। শুধু একটা সমস্যাই আছে তা হলো ইসলামী আন্দোলন। একদিক দিয়ে অবশ্য কথাটি ঠিক। ইসলামী আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে পারলেই ওদের শয়তানী কর্মকাণ্ড ষোলোকলায় পরিপূর্ণ হয়।

আল্লাহ পাক সুরা আস সফে বলেন, "এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফয়সালা হলো তিনি তার নূরকে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতোই অপছন্দ করুক না কেনো।"

ঘাতক, দালাল, মৌলবাদী, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধ অপরাধী যতো ধরনের মিথ্যা অপবাদই দেওয়া হোক না কেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি ইসলামী আন্দোলনের নাম। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের মুক্তিই যাদের একমাত্র কাম্য। অপবাদ দিয়ে আর বিরোধিতা করে কি তাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করা যাবে? দেশ স্বাধীনের পর থেকে বামপন্থীরা জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছে ইসলামী আনেদালনকে সমূলে উৎখাত করতে কিন্তু দিনে দিনে সেই আন্দোলন-বৃক্ষটি পত্র পল্লবে ফুলে ফলে বিকশিত হচ্ছে। কারণ মহান আল্লাহর ফায়সালাই যে তাই।

www.amarboi.org

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী শরীয়তের বিধান হলো সন্তানের বুঝবুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই পিতামাতার একান্ত বাধ্য ও অনুগত হবে। তাদের আদেশ নির্দেশ মেনে চলবে যদি না সে আদেশ আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে হয়।

বৃদ্ধকালে পিতা মাতার দেখাশুনা করা সন্তানের দায়িত্ব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তোমাদের রব আদেশ করেছেন যে কেবল মাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব না করো। এবং পিতা মাতার সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন অথবা দুইজনই এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলো। তাদের জন্যতোমরা বিনয়াবনত ও রহমতের ডানা ঝুলিয়ে দাও এবং বলো 'হে রব আপনি তাদের প্রতি রহমন করুন যেমনভাবে তারা আমাকে ছোটকালে লালন-পালন করেছে।' (সুরা বনী-ইসরাইল ২৩-২৪)

অন্যত্র, "আমি মানুষকে পিতামাতার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছে। অএতব তোমার পিতামাতার শোকর আদায় করো। আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(সুরা-লোকমান ১৪)

সুরা আহকাফের ১৫নং আয়াতেও আল্লাহ পাক অনুরূপ কথা বলেছেন। পিতামাতার সেবা যত্ন খেদমত ও আনুগত্য এত গুরুত্বপূর্ণ তা রাসুল (সা.)-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে জানা যায়।

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, পিতামাতার সন্তানের উপর কি অধিকার? তিনি ইরশাদ করলেন, পিতামাতা তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল

www.amarboi.org

(স.) বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে।" (তিরমিযী)

"সেই ব্যক্তি অপমাণিত হোক।" এই কথা পরপর তিনবার বলার পর সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে রাসুলুল্লাহ কোন ব্যক্তি? রাসূল (সা.) বললেন ' যে ব্যক্তি পিতামাতাকে কিংবা তাদের যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমতের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতে যেতে পারলো না।"(বুখারী-মুসলিম)

রাসূল (স.) আরো বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।" হযরত আবুবকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ যে শাস্তি চান কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন কিন্তু পিতামাতার নাফরমানির শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে জীবিতাবস্থায় তড়িঘড়ি করে প্রদান করেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে সু-সন্তান ভালোবাসার দৃষ্টিতে তার পিতামাতার দিকে তাকাবে, আল্লাহ তাকে তার প্রতি নজরেই একটি কবুল হজ্জের সওয়াব দেবেন।" সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল যদি প্রতিদিন শতবার এভাবে কেউ তাকায়?" তিনি বললেন, "হ্যা যদি শতবার তাকায় তবে শতবারই এরকম সওয়াব দিবেন। আল্লাহ অনেক বড় ও পবিত্র।"

পিতামাতার মধ্যে মাতার হক আবার বেশি (তিনগুণ বেশি)। সন্তান বলতে ছেলেমেয়ে উভয়কেই বোঝায়। মাতা পিতা সম্পর্কিত উপরোক্ত দিক নির্দেশনা ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য। যেহেতু মেয়ে সন্তানরা বিবাহের পর দূরে চলে যায়। সেহেতু ছেলেদের তুলনায় তাদের বাবা-মার খেদমত করার সুযোগ কম। তারপরও তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা উচিত এই লাভবান দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। যুবতী অবিবাহিত অনেক মেয়েকেই দেখা যায় মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এটা যে কতো বড় গর্হিত অপরাধ। মা বাবা তাকে বকাঝকা বা শাসন করতে পারে বিভিন্ন কারণে। এবং সে কারণগুলো সবই মেয়ে বা ছেলের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য। একথা প্রত্যেক সন্তানের বোঝা উচিত। মা বাবা তার কল্যাণের জন্যই তাকে শাসন করেন। বিবাহিতা মেয়েদের উচিত মাঝে মাঝেবৃদ্ধ বাবা মার দেখাশোনা বা খেদমত করা। তাদের পছন্দসই জিনিস কিনে

www.amarboi.org

দেওয়া, ভাল ও সুস্বাদু খাবার, ফল-ফলাদি, নতুন কাপড় চোপড় কিনে দেওয়া। মা বাবার মন জয় ও তাদের খুশি রাখার জন্য সার্বিক চেষ্টা অব্যাহত রাখা। মেয়েরা ভিন্ন পরিবারের সদস্য হয়ে যাওয়ার কারনে মা বাবার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে না পারলে নিশ্চয়ই তাকে পাকড়াও করা হবে না। কারণ আল্লাহ পাক কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বের বোঝা চাপান না। তবে সাধ্য কি পরিমাণ আছে তাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিশ্চয়ই জানেন।

আর 'মা যে কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে সন্তান গর্ভে ধারণ করে তা ছেলেরা কোরআন হাদিস পড়ে, লোকমুখে শোনে। সেই কষ্টের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের হয় না। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েই তো মা হয়। সে তো উপলব্ধি করতে পারে মায়ের কষ্ট। অতএব মায়ের প্রতি কেমন সহানুভূতিশীল হতে হবে তা কি ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন আছে?

মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্য করণীয় : আবু উসাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী করিম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ' হে আল্লাহর রাসূল, মাতা পিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে আমি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পারি? নবীজি বললেন, "হ্যাঁ চারটি পদ্ধতি আছে যাতে তুমি এ কাজ করতে পারো।

১. মাতা পিতার জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার।

২. তাদের কৃত বৈধ অছিয়ত ও ওয়াদাসমূহ পূরণ।

৩. তাদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা।

৪. পিতার বন্ধু ও মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন। এবং পিতা মাতার দিকের আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় আমরা যেনো মাতাপিতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারি। আমাদের সন্তানদেরও যেনো সেই শিক্ষা দিতে পারি। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। আমিন!

www.amarboi.org

বাংলা ভাষা মাতৃভাষা আল্লাহর সেরা দান

ভাষা কি? মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমেক বলে ভাষা। ছোট বড় প্রতিটি প্রাণীরই নিজস্ব ভাষা আছে। স্বয়ং আল্লাহপাক প্রতিটি প্রাণীকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। কীটপতঙ্গ পশুপাখি নিজেদের ভাষা হয়তো বোঝে কিংবা সারাবিশ্বের একই প্রজাতির পশুপাখির হয়তো একই রকম ভাষা। নাকি ভিন্ন রকম তা আমরা জানি না। কারণ ওদের ভাষা আমরা কিছুই বুঝি না। কিন্তু আশরাফুল মাখলুক মানুষ। সারা বিশ্বে মানুষের হরেক রকম ভাষা। ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। আবার সময়ের পরিবর্তনেও ভাষায় পরিবর্তন হয়।

হাঁটাচলা, হাসা-কাঁদা, খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি বিষয় কেউ কাউকে শেখায় না। তবে না শেখালেও মানুষ তা প্রকৃতিগতভাবে শেখে। কিন্তু ভাষা প্রকৃতিগতভাবে শেখার জিনিস নয়। ভাষা শেখাতে হয়।

প্রথম মানুষ আদম (আ.)-কে ভাষার প্রতিশক্ষণ আল্লাহপাক নিজেই দিয়েছিলেন। ফেরেস্তাদের সামনে ভাষার পরীক্ষাও নিয়েছিলেন। "তখন আল্লাহ আদমকে বললেন, তুমি ওদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে সে-সবের নাম জানিয়ে দিল তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি না তোমাদের বলেছিলাম আমি আকাশ ও পৃথিবীর এমন সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমরা জান না। যা কিছু তোমরা প্রকাশ করে থাকো তা আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো না তাও আমি জানি।" (সুরা বাকারা-৩৩)

সবকিছুর নাম জানা মানেই তো ভাষা জানা। আদম (আ.)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমুদয় ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। যা ফেরেস্তারা জানতো না। বুদ্ধি, মেধা, শক্তি আরও অসংখ্য নেয়ামতের মতো ভাষা নেয়ামত নিয়েই প্রথম মানুষ দুনিয়অতে এসেছিলেন। তারপর বংশ পরিক্রমায় পূর্ববর্তীদের কাছে পরবর্তীরা বিনা শ্রমে ভাষা শিখেছে।

ভাষার দুটি রূপ : যেহেতু মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমের নাম ভাষা।

www.amarboi.org

আর মনের ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়া দুটি। বলা এবং লেখা। সেহেতু ভাষারও দুটি রূপ। কথ্য রূপ ও লেখ্য রূপ। কথ্য রূপ আমরা শুনে শুনেই শিখি। এর জন্য আলাদা কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন হয়না। কিন্তু ভাষার লেখ্য রূপ আয়ত্ত করতে শিশুকাল থেকেই আমাদের পরিশ্রম করতে হয়। শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। সন্তানকে ভাষার লেখ্য রূপ শেখাতে আমরা অর্থ ও শ্রম ব্যয় করি। ভাষার লেখ্য রূপই সকল শিক্ষার মাধ্যম।

ভাষার কথ্য রূপ সহজেই বদলে যায় কিন্তু লেখ্য রূপের স্থায়িত্ব বেশি। একই জাতি এবং একই ভূখন্ডের অধিবাসী হয়েও কথ্য ভাষা এক এক জনের এক এক রকম। এমনও হয় এক জেলার ভাষা অন্য জেলার লোকজন বুঝতেই পারে না। কিন্তু লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রে তা হয় না। যেমন যশোরের ভাষা আর নোয়াখালির ভাষা আকাশপাতাল পার্থক্য। যদিও দুটিই বাংলা ভাষা। অথচ আমাদের লেখ্য ভাষার মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। ভাষার লেখ্য রূপ মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক পরিচিত ও ভাবের, শিক্ষা ও সংস্কৃতির, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প সঙ্গীতের আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম।

মাতৃভাষা : ভাষার কথ্য রূপের নামই মাতৃভাষা। মাই শিশুর প্রথম ভাষা শিক্ষক। মাতৃগর্ভ থেকেই শিশু তার মায়ের ভাষার সাতে পরিচিত হয়। বিনা প্রয়োজনে অবুঝ শিশুর সাথে মা অনেক কথা বলেন। যে কখনও মা হয়নি এমন কেউ সে কথা শুনলে নির্ঘাত সেই মাকে সে পাগল মনে করবে। মা নিজেও বোঝেন না বিনা পারিশ্রমিকে, বিনা কষ্টে, বিনা বিরক্তিতে সে শিক্ষকতা করছে। নিষ্ঠার সাথে ভালো লাগার সাথে, আনন্দের সাথে মা এই দায়িত্ব পালন করেন। তাই বিশ্ব মানব গোষ্ঠী এই কথ্য ভাষাকে 'মাতৃভাষা' নাম দিয়ে যেনো মায়ের এই নিরলস শিক্ষকতাকে মূল্যায়ন করেছে। এই জন্য মায়ের মতো মাতৃভাষাও আমাদের কাছে অতি প্রিয়। মহানবী (স.) তার মাতৃভাষা আরবীকে খুব ভালোবাসতেন। এই ভাষার চর্চার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, 'আল কোরআনের একটি অক্ষর যে পড়বে তার আমলনামায় দশটি নেকি লেখা হবে।"

আল কোরআন পড়া মানেই তো ভাষা শিক্ষা করা।

যুদ্ধবন্ধীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ হিসাবে ধার্যকৃত নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে পারতো না রাসূল (সা.) তাদেরও মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন, 'দশজন নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দান করা।"

www.amarboi.org

ভাষাকে শুদ্ধ রাখার ব্যাপারেও তিনি সচেতন ছিলেন। নিজে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন এবং অন্যকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে উপদেশ দিনে। রাসূল (সা.)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মাতৃভাষাকে ভালোবাস সুন্নত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মাতৃভাসাকে খুবই মূল্য দিয়েছেন। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির কাছে ধারাবাহিকভাবে তিনি অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের কাজ ছিল স্বজাতির কাছে হেদায়েতের বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং তারা সেই কাজটি করেছেন যার যার মাতৃভাষায়। মাতৃভাষাতেই তাদের কাছে আল্লাহপাক কিতাব পাঠিয়েছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাতৃভাষা আরবী। তাই আরবীতেই তাঁর কাছে কিতাব নাযিল হয় যাতে সুন্দর ও বোধগম্য ভাবে জনগণের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাতে পারেন।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহুতায়ালা বলেন, "আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। তাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।" (সুরা ইব্রাহীম-৮)

বাংলাভাষা : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমার মা বাংলায় কথা বলেন। তিনি তার মায়ের কাছে আর তিনি তার মায়ের কাছে এ ভাষা শিখেছেন।

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা। ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার "ভাষার উৎপত্তি" প্রবন্ধে লিখেছেন পৃথিবীতে ২৭৯৬টি ভাষা আছে। আমার ভাষা বাংলা ভাষা। লক্ষ মায়ের মধ্যে যেমন আমার মা আমার কাছে প্রিয়তমা, তেমনি পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে আমার ভাষা সুন্দরতম। বাংলা ভাষায় কথা বলতে যতোটা সাচ্ছন্দ বোধ করি, অন্য ভাষায় কিছুতেই তা সম্ভব না। অতি শিশুকালেই মাতৃভাষার ঘুরানো প্যাঁচানোঅর্থ যেভাবে বোঝা যায় বা অন্য ভাষায় কিছুতেই পারা যায় না।

আমার ছেলে আর আমার ছোট বোন প্রায় সময়বসী। বয়স ৩/৪ বছর হবে, কি নিয়ে যেনো তাদের সাথে মনোমালিন্য হয়েছে, হঠাৎ আমার ছেলে বলল, "ঠিক আছে, আমদের বাসায় যেয়ে দেখিস, আমার আব্বু মিষ্টি এনেছে তোকে খাওয়ায়ে দেব।" এ কথা শুনে আমার বোনটা খুব কাঁদতে লাগলো। আমি বললাম, "কি হয়েছে আপু কাঁদছ ক্যান।" সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "কাজল আমাকে মিষ্টি দেবে না।" আমি হাসতে হাসতে বললাম, "কই কাজল তো তোমাকে দেবে না বলেনি। বলেছে তোমাকে খাওয়ায়ে দেবে।" আমার বোন তখন আরও জোরে কাঁদতে লাগলো।

www.amarboi.org

আমাকে বলল, "তুমি বোঝ না ক্যান? খাওয়ায়ে দেবে মানে-দেবে না।" এই তিনচার বছরের বাচ্চা যেভাবে ভাষার মূল ভাব বুঝে ফেলেছে–তা কেবল মাতৃভাষা বলেই সম্ভব। অন্য ভাষার পণ্ডিতেরা ও ভাষার এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ কোনোদিনই বুঝবে না।

সংকর ভাষা : নিখাদ বাংলা বলতে কোনো কথা নেই। কিংবা বলতে পারি কোনো ভাষাই নিখাদ নয়। কারণ মানুষ যেমন সব এক আদম (আ.) থেকে এসেছে ভাষার উৎপত্তিও তো ঐ এক জায়গা থেকেই।

বাংলা ভাষা একটি উদার ভাষা। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দেশের ভাষার মণিমুক্তা দ্বারা বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ভারততীর্থ' কবিতায় লিখেছেন–

'হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিঢ় চীন।
শক, হুনদল পাঠান মোঘল এক দেহে হলো লীন।'

এর থেকে বোঝা যায় এই উপমহাদেশের মানবগোষ্ঠী যেমন একটি সংকর রক্তের মানব গোষ্ঠী। তেমনি আমাদের ভাষাও একটি সংকর ভাষা। এতে ভাষার ক্ষতি হয়নি বরং উৎকর্ষ হয়েছে। তাই তো সুদূর আরব দেশের আরবী ভাষার কুরআন পড়তে যেয়ে আমরা আল কোরআনে অনেক বাংলা শব্দ দেখতে পাই। অর্থাৎ আরবী অনেক শব্দ আমরা কথ্য লেখ্য উভয় রূপেই ব্যবহার করি বলেই সেই শব্দগুলোকে আমাদের কাছে বাংলা মনে হয়।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ : পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ভাষার জন্য আন্দোলন হয়নি। ভাষার জন্য কেউ কোথাও প্রাণ দেয়নি। ১৯৫২ সালের আমাদের দেশের ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর একটি বিরল ঘটনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো ভাষা আন্দোলন কি বাংলা ভাষার সম্মান বাড়াতে পেরেছে? আমাদের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। বুকের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করেছে। একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য এ দেশের মানুষ, এমনকি যারা বাংলা ভাষার ব্যাপারে সোচ্চার তারাও নিজের সন্তানটিকে বাংলায় নয় ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়ে গৌরব বোধ করেন। অফিস আদালতে চাকরিতেও ইংরেজি জানা এমন কি অশুদ্ধ ইংরেজি জানা লোকও বিশুদ্ধ বাংলা জানা লোকের চেয়ে মর্যাদা বেশি পায়।

ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন হলো। কিন্তু আজো আমাদের হৃদয়ে ইংরেজির প্রতি অসম্ভব দুর্বলতা এবং মর্যাদাবোধ। বিশুদ্ধ বাংলা লিখতে পড়তে জানা মানুষটি একজন ইংরেজি জানা লোকের কাছে

www.amarboi.org

হিনমন্যতায় ভোগে। সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষাকে আমরা এখন সঠিক মর্যাদা দিতে পারিনি। বিদেশি ভাষা আমরা শিখব, তাই বলে নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার চরম পরিণতি দেখতে হলে কবি মধুসূদন দত্তকে দেখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করেছে এই বাংলা ভাষাই। ইংরেজি তো তাকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

বাংলাদেশের বাংলা : বাংলাদেশের বাংলা আর পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা এক নয়। পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা বাংলাদেশীয় বাংলা ভাষার মতো এত সমৃদ্ধ নয়।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "আমরা বাঙালি যেমন সত্য, তার থেকে বেশি সত্য আমরা মুসলমান।"

এই কথাটি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। এই কথাটি ঈষদ পরিবর্তন করে নজরুল গবেষক সাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "আমরা বাঙালি যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাংলাদেশী।"

হ্যাঁ এই কথাটিও আমাদের মনে রাখতে হবে।

একদল রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানী উর্দুর সাথে ফার্সী ও আরবির প্রতিও আমাদের ঘৃণা সৃষ্টিতে সচেষ্ট। অথচ তাদের বোঝা উচিত বাংলা ভাষার উৎকর্ষতায় আরবী ও ফার্সী ভাষার কি বিরাট অবদান। বাংলা ভাষা শুধু– সংস্কৃত, উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষা নয়, ইংরেজি, পর্তুগিজ, তুর্কী ও হিন্দী ভাষার দ্বারাও সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় ফার্সী ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, "বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী জেওর পরালে তার জাত যায় না বরং তাকে আরো খুব সুরতই দেখায়।"

বাংলাভাষার উৎকর্ষতায় মুসলমানদের অবদান : মুসলমানরা বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিল বলে একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দোষারোপ করে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত অতি অল্প সংখ্যক লোক এই দলে থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা মজবুত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আসলে ইসলাম এদেশে বিপ্লবের মাধ্যমে আসেনি। তাই বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ইসলামসম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা স্বচ্ছ ছিল না। এ দেশের ইসলাম প্রচারকেরা রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইসলাম প্রচার করেছে। তাই ধর্ম প্রচারকেরা মুসলমানদের মনে ইসলামের সঠিক রূপকে তুলে ধরতে পারেননি। সাধারণ মানুষের মনে পরকালীন ভীতি সৃষ্টি করে মানুষকে অন্যায় ও খারাবী থেকে দূরে রাখার মধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল।

www.amarboi.org

সাহাবুদ্দিন আহমদের ভাষায়, "আল-কোরআনের সাম্যবাদী চিন্তাধারা মানুষের সামনে তুলে ধরলে গণবিপ্লব ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় শাসক ও শোষক শ্রেণী, তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইসলাম প্রচারক আলিম সম্প্রদায় আল কোরআনের বাণীঅনুধাবনের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রচার করেন নি।" কথাটা সর্বাংশে সত্যি। সমাজের নিষ্পেষিত, নির্যাতিত মানুষকে অন্যায় অবিচার অত্যাচার থেকেমুক্ত করতে এসেছিল ইসলাম। কিন্তু ইসলামের ধারক এবং বাহকেরাই ইসলামকে আরবীঅক্ষরের মধ্য বন্দী করে রেখেছে। ইতিহাস সাক্ষি ইসলামের বিপ্লবী বাণী জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার পথে রাজতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা কি পরিমাণ মারমুখী ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামকে জানার জন্য বোঝার জন্য প্রয়োজন ছিল ভাষার দুয়ার খুলে দেওয়া। আশার কথা ইদানীং বাংলা ভাষায় কোরআন হাদিসের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহপাকের দেওয়া নেয়ামত– আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা। এই ভাষায় ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদ করে প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী প্রকাশনী যেমন– আধুনিক প্রকাশনী, শতাব্দী প্রকাশনী, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, বাংলা সাহিত্য পরিষদ– বিশেষ করে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এতে আমাদের ভাষার প্রসারতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি আল্লাহর কালাম এবং রাসুলের (সা.) বাণীকে মাতৃভাষায় উপলব্ধি করে ভাষার হকও আদায় করতে পারব।

উপসংহার : বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা। পৃথিবীতে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘটনার জন্য বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি–ভাষা আন্দোলনের দিন আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্ত। আমাদের ভাষার প্রতি ভালোবাসা যেনো একুশের প্রভাতফেরীর সাথেই শেষ হয়ে না যায়। শহীদ মিনারের বাসী ফুলের মতো এই অনুভূতি যেনো বাসী হয়ে না যায়। আল্লাহ পাকের এই মহান দানের শুকরিয়া যেনো আমরা এই বাংলা ভাষাতেই আদায় করতে পারি।

শুকরিয়া প্রভু, অসংখ্য শুকরিয়া তোমার দরবারে। বাংলা ভাষার মতো চমৎকার একটি ভাষা দিয়েছ তুমি আমাদের। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

www.amarboi.org

মানুষের জন্য কাম্য নয়

ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম। কার লেখা কোথায় পড়েছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু গল্পটা মনে আছে। বিরাট বিল। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। বিল ঘেষে নদী। নদীর পাড়ে জঙ্গল। এখানেই বাস করে অনেক হাঁস। জঙ্গলের ভিতরে যায় না হাঁসেরা। কতো রকম বিপদ জঙ্গলে। আর তাছাড়া দরকারই বা কি। হাঁসদের সব খাবার তো পানিতেই। ছোট মাছ-শামুক গুগলি। তাতো থাকে আবার অল্প পানিতে। তাই নদী পার হয়ে ওদের যেতে হয় বিলে। দল বেঁধে ছোট বড় সবাই মিলে ওরা বিলে চলেযায়। সারাদিন ডুব সাঁতার কেটে, খেয়েদেয়ে পেট ভরে নদী পার হয়ে জঙ্গলের পাশে ওদের বাসায় ফিরে আসে ওরা।

কয়েকদিন থেকে ডিম পাড়তে শুরু করেছে শুভ্রা। আট/নয়টা ডিম পাড়তেই শরীরটা গরম গরম হয়ে গেছে। ডিমে তা দিতে হবে। নদী পার হয়ে ওর আর বিলে যেতে ইচ্ছে করে না। মা হাঁস তাড়া দিয়ে বলে, 'এতো তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে দিলে হবে? তা' দিতে বসলে আর উঠতে পারবি না পুরো একমাস। চল চল আজকের দিন খেয়ে আয় দশটা ডিম হলে তা দিস। তখন না হয় আর বিলে না গেলি। নদী পাড়েই যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে নিস।" অনিচ্ছাতেই শুভ্রা সবার সাথে বিলে যায়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। ডিমের দিকে চোখ পড়তেই ওর চোখ ছানাবড়া। ওমা! একি?

কি হয়েছে? বলতে বলতে ছুটে আসে মেয়ের ডিমের কাছে। শুভ্রার মা ডিমের দিকে তাকিয়ে সেও অবাক হয়। দেখে শুভ্রার ছোট ছোট আটটা ডিমের মধ্যে আরও একটা বড় ডিম। শুভ্রার তিনটা ডিমের সমান একটা ডিম। শুভ্রা ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলে, 'এ কার ডিম? কিসের ডিম?'

www.amarboi.org

শুভ্রার মা বলে, ' তোরই ডিম। রাতে পেড়েছিস খেয়াল করিস নি। মনে হয় জোড়া বাচ্চা হবে।'

যা হোক অনেকেই ডিমটা দেখতে আসে। অনেক মন্তব্য করে, কে কবে কোথায় কতো বড় ডিম পেড়েছিল সেই সব কথা।

একমাস ডিমে তা দেয় শুভ্রা। একমাস পরে শুভ্রার ফুটফুটে দশটা বাচ্চা বের হয় ডিম ফেটে। সেই বড় ডিমটা থেকে জোড়া বাচ্চা না একটা বাচ্চাই বের হয়। তবে বাচ্চাটা অনেক বড়। প্রায়তিন বাচ্চার সমান। তবে খুব সুন্দর। বড় একটা হলুদ ফুল যেনো। শুভ্রা ওর নাম রেখেছে রাজা।

একটু বড় হতেই সবাই বাচ্চাটিকে বিদ্রূপ করে রাক্ষস বলে খোক্কস বলে। বাচ্চাটা খুব দুঃখ পায়। ওর ভাই বোনগুলো ওর সাথে কেউ মিশতে চায় না। সবাই এড়িয়ে চলে। কয়েক দিনের মধ্যে মা শুভ্রার চেয়েও বড় হয়ে যায় রাজা। শুভ্রাও মনে মনে ভয় পায় এখন রাজাকে। কিন্তু রাজা খুবই ভদ্র আর মনটাও একদম ছোটো হাঁসের মতো। সে যাই হোক, ওর সাথে কেউ মেশে না, খেলে না, সবাই দূরে দূরে থাকে। রাজার মনটাও খুব খারাপ হতে থাকে ধীরে ধীরে। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে রাজা ভাটির দিকে সাঁতার কাটতে থাকে। সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে গেছে এমন সময় এক জায়গায় এসে রাজা থমকে দাঁড়ায় ওর মতোই দুজনকে দেখে। ওরা রাজার সাথে কথা বলে। জানতে চায়, 'তুমি কোন দ্বীপ থেকে এসেছ?'

রাজা বলে, 'উজান থেকে।'

'তাই নাকি?' খুশি হয় ওরা। রাজাকে নিয়ে যায় ওদের ডেরায়। ওমা! রাজা খুশিতে আত্মহারা। এখানে সবাই যে ওর মতো। সবাই রাজাকে আদর করে। রূপসী এগিয়ে আসে রাজার দিকে বলে, 'তুমি আমার ছেলে। আমি একবার ভাসতে ভাসতে গিয়েছিলাম উজান দেশে। আমার ডিম পাড়ার সময় হয়ে গেলো কি করব? তখন ওদের ডিমের মধ্যে আমি ডিম পেড়ে রেখে আসলাম। আমার কি সৌভাগ্য– তুমি বেঁচে আছ। আর তুমি খুব সুন্দর হয়েছো। উজান দ্বীপ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছো। আমি এদের রাণী। আর তুমি হলে 'রাণীপুত্র।' উজান দ্বীপের হাঁসেরা তোমার ঠিক নামটিই রেখেছে। তুমি এ দ্বীপের পরবর্তী রাজা।

এটি একটি শিশু ভুলানো কল্পকাহিনী। আজকের পত্রিকায় ঠিক এমনি একটি গল্প ২৩/৮/০৮-এর দৈনিক সংগ্রামে পড়লাম। কাহিনীটি এরকম–

www.amarboi.org

সারাহ কুলবার্সন। জিম ও জুড়ি কুলবার্সনের পালিত কন্যা। একটু বড় হয়েই সারাহ জানতে পারে যে সে জিম ও জুডি কুলবার্সনের সন্তান না তার মাতা পিতা অন্য কেউ। তাই পালিত পিতা মাতা তাকে যথেষ্ট ভালোবাসা দেওয়ার পরও সে মানসিক স্বাচ্ছন্দ অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া অন্য একটি গুরুতর দুর্ভাবনা নিয়ে সারাহর দিন রাত্রি পার হতো। যে বাবা মা'র একটি জুটি তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পেরেছেন। সেখানে অন্য জুটির জন্য সেই একই কাজ করা সম্ভব হতে পারবে না ক্যান? এমনি দুশ্চিন্তার মধ্যেই কাটে সারাহ'র শৈশব কৈশোর। আঠাশ বছর বয়সে সারাহ তার আসল বাবামার খোঁজ পায়। মা মারা গেছে আরও দশ বছর আগে আর বাবা জোশেফ আফ্রিকার সিয়েরা লিয়োনের নাগরিক। আমেরিকা এসেছিলো লেখাপড়া করতে। সেখানে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণীর সাথে সম্পর্ক হয়। তরুণী সন্তান সম্ভবা হয়ে উঠলে তারা সিদ্ধান্ত নেয় শিশুটিকে কোনো পালক বাবা মার হাতে তুলে দেওয়ার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যে যার রাস্তায় চলে যায়। জোশেফের সাথে তার শ্বেতাঙ্গ বান্ধবীর আর কোনোদিন দেখা হয় নি।

পত্রিকায় জোশেফ কোনিরা কপোসোয়া আর তার ত্রিশ বছর বয়স্কা কন্যা সারাহ কুলবার্সন এর হাস্যজ্জ্বল ছবি দেখে আমার রাজহাঁসের গল্পটা মনে পড়ল। ছোটবেলায় রাজহাঁসের বাচ্চাটা মা এবং আত্মীয় স্বজন ফিরে পাওয়ায়খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের আচরণও যদি ইতর প্রাণী হাঁসের মতো হয় তখন কি খুশি হওয়া যায়? কল্পকাহিনী হলেও হাঁসের ডিম পাড়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা। বেচারা হাঁসকে খাদ্যের সন্ধানে দূরে যেতে হয়েছে। ডিম পাড়ার সময় হলে ডিম তাকে পাড়তেই হয়। এখানে তার কোনো হাত নেই। নদীর পাড়ে বিলের ধারে অনেকেই ডিম পায়। এতে হাঁসের কোনো নৈতিক অপরাধ নেই। কিন্তু মানুষের ব্যাপার কি তাই? নৈতিকতার কতটা অবক্ষয় হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে? সারাহকে তার বাবা মায়ের সন্ধান পেতে হাঁসের বাচ্চার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়েছে।

সারাহর ভাগ্য ভালো সে ভালো এক জুটিকে পিতামাতা হিসাবে পেয়েছিল। তারা তাকে উচ্চ শিক্ষিত করেছে। সে ভালো ছাত্রী ও একজন কুশলী এ্যাথলেট হিসেবে প্রশংসিত ছিল। ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট ছিল

www.amarboi.org

সারাহ। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার বিষয়ে পড়াশোনার পর সারাহ যোগ দেয় সানফ্রান্সিসকোয় আমেরিকান কনজারভেটরি থিয়েটার গ্রাজুয়েট স্কুলে। গোত্র পরিচয়হীন সারাহ একটু একা হলেই হতাশায় ছেয়ে যায় তার মন মস্তিষ্ক। ফলে বয়স ত্রিশের কাছাকাছি আসলেও কোনো যুবকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি-অমঙ্গলের আশংকায়। বুদ্ধিমতি সারাহ নিজের জীবন থেকেই শিক্ষা নিয়েছেন। বঞ্চনার ঝুঁকি নিতে চান নি। সারাহ নিজেই বলেছেন, 'আমি জন্মদাতা পিতা মাতাকে খুঁজে পাবার যন্ত্রণায় মনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ হারাতে বসেছি।' এক বন্ধুর পরামর্শে প্রায় একশো ডলারের বিনিময়ে প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থাকে বাবা-মা খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব দেয় সারাহ।

কিছু দিনের মধ্যেই সারা তার বাবার খোঁজ পায়, মার খোঁজও পায়। মা আরো দশ বছর আগে মারা গেছে।

একদিন সারাহ'র বাবা সারাহকে ফোন করে-" আমি তোমার বাবা জোশেফ কোনিয়া কপোসোয়া বলছি। ...আমাকে মাফ করো...তোমাকে খুঁজে পাবার কোনো উপায় এতোদিন খুঁজে পাই নি।" আবেগে ভাষা হারিয়ে ফেলে সারাহ... কোনো মতে বলে "বাবা আমাকে ক্ষমা করো। আমি এতোদিন তোমাকে দোষী ঠাউরে বসে আছি। আর তেমনটি ভাববো না বাপ্প-তোমাকে আর দোষ দেবনা...। আর কথা বলতে পারে না।

সারাহকে তার বাবা পিতৃভূমি ভ্রমন করার আমন্ত্রন জানায়। বলে, "তুমি হচ্ছো রাজপরিবারের সদস্য। এখানে এসো তুমিই হবে আমাদের গোত্র প্রধান। কারণ তুমিই আমার প্রথম সন্তান।" তার মানে সারাহ একজন রাজকন্যা। একেবারেই হাঁসের গল্পটার মতো নাকি?

আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলে ষাট লাখ মানুষের দেশ সিয়েরালিয়োনে দক্ষিণাঞ্চলের 'মেনড' উপজাতীয় জনগোষ্ঠির শাসক পরিবারের সন্তান সারাহ। 'বাম পে' নামীয় একটি গ্রামের ৩৬ হাজার প্রজার রাজা ছিলেন সারাহর দাদা। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর শাসকপদে অবিসিক্ত হওয়ার কথা ছিল সারাহর বাবার। কিন্তু তিনি রাজা হওয়ার চেয়ে স্থানীয় হাইস্কুলের হেড মাষ্টার হওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন। রাজত্ব ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শিক্ষিত জোশেফ শিক্ষার আলো ছড়াতে চাইলেন অন্ধকার এই জনপদে।

www.amarboi.org

ফোনে বার বার কথা বলতে লাগলো জোশেফ তার কন্যার সাথে। কাছে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। পিতৃস্নেহে আপ্লুত হয়ে জানালেন পালক পিতা মাতার হাতে তুলে দেবার সময় কতোখানি গভীর মানুষিক যন্ত্রণায় তিনি ভুগেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা প্রবাসী এক বেকার ছাত্রের পক্ষে সেদিন একটি শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

যোশেফ বলে, "তোমার সাথে কথা বলার এই সময়টুকু আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।"

বাবার এইটুকু আদরের কথায় সারা তার পেছনের সব কষ্টের কথা ভুলে যায়। বাবার জন্য তার অন্তর ভালোবাসায় ভরে যায়। পরিচয় খুঁজে পাওয়ার আনন্দে সারা উৎফুল্ল এক বালিকা হয়ে যায়।

আলোকজ্জল আমেরিকা ছেড়ে চলে আসে অন্ধকার আফ্রিকায়। এখানেই বাবার সাথে কাটিয়ে দিতে চায় জীবন। চায় অশিক্ষিত অন্ধকার জনপদে শিক্ষার আলো ছড়াতে । 'সারাহ' জন্য শুভ কামনা পিতা এবং পরিজন (মাতা বিহীন) নিয়ে শান্তি তে কাটুক তার বাকি জীবন।

আর তথাকথিত আধুনিক ও প্রগতিবাদীদের কাছে অনুরোধ ইতরপ্রাণীদের মতো এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা আর দেখতে চাইনা। শৈশব কৈশরে সারাহর মতো মানষিক কষ্ট আর যেনো কোনো মানব সন্তান না পায়। শুধু নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই তো এসব হয়ে থাকে।

সারাহ'র ভাগ্য ভালো সে ভালো একটা জুটি পেয়েছিল বাবা মা হিসেব। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই ধরনের বহু শিশু মা বাবা চেনে না । সরকারি শিশু সদনে তারা বড় হচ্ছে। লেখা পড়া শিখছে। আবার চোর গুন্ডা খুনী ছিনতাইকারীও হচ্ছে। কথা তো তা নয়। কথা হচ্ছে তথাকথিত মানবদরদী, মানবাধিকার বাদীদের কাছে প্রশ্ন এতে কি মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে না? ইতর প্রাণীদের মতো এই পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কোনো মানুষের জন্য কাম্য নয়।

www.amarboi.org

প্রহসন আর কাকে বলে?

আমরা ভুগছি শব্দ বিভ্রাটে। ধর্মীয় কিছু শব্দকে এমন ভাবে আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে যাতে সেই শব্দের মূল অর্থ-মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়। যেমন নেক আমল আর জিকির। এই শব্দ দুটি এখন আর তাদের সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে না যদিও দুটি আমাদের সমাজে বহুল পরিচিত এবং ব্যবহৃত।

ঈমান আনার পরই যে কাজটি করতে বলা হয়েছে তা হলো নেক আমল বা ভালো কাজ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ যেখানেই তার বান্দাকে ঈমান আনার কথা বলেছেন সেখানেই আমালে সালেহ বা নেক আমলের কথা বলেছেন।

"ইল্লাল্লাজিনা আমান-ওয়া আমিনুল সালিহা।"

অর্থাৎ "তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং ভালো কাজ করো।"

ভালো কাজ মানে, যে কাজ করলে সমাজের উপার হয়, প্রতিবেশীর উপকার হয়, পরিবারের উপকার হয়, নিজের উপকার হয় এমন কাজ।

অথচ আমাদের কাছে নেক আমলের চেহারা অন্য রকম। আমরা নেক আমল নাম দিয়েছি নির্দিষ্ট সময়ে বসে কোনো নির্দিষ্ট সুরা কিংবা দোয়া দরুদ পড়াকে।

কোনো সুরার আমল করা মানে বসে বসে সুরাটি পড়া নয়। সুরার আমল মানে সেই সুরাটি পরিপূর্ণ ভাবে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা। আমাদের মুরুব্বিরা অনেক সুরার আমলই করেন অথচ সেই সুরায় আল্লাহ কি বলেছেন তা জানেন না।

আয়াতুল কুরসির আমল

আয়াতুল কুরসি সুরা বাবারার ২৫৫ নং আয়াত। আয়াতুল রুরসী মানে

www.amarboi.org

কুরসীর আয়াত । কুরসী শব্দের অর্থ আসন বা গদী। আর গদী শব্দের পারিভাসিক অর্থ ক্ষমতা । তাহলে আয়াতুল কুরসীর অর্থ ক্ষমতার আয়াত। তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কতোখানি? তিনি কি পরিমান ক্ষমতাধর তাই বর্ননা করা হয়েছে এই আয়াতে।

আমার এক মামী ছিলেন । আমরা সেলাই করতে যেয়ে সুচ হারিয়ে ফেল্লে দৌড়ে যেতাম সেই মামীর কাছে। মামী কি যেনো দোয়া পড়ে আমাদের ওড়নার আঁচলে ফুক দিয়ে গিট দিয়ে দিতেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই সুঁচ পেয়ে যেতাম। মামীকে একদিন বল্লাম, "মামী কি পড়ে ফুক দেন?"

মামী বল্লেন, "আয়াতুল কুরসী।" সেই দিন থেকে জানলাম আয়াতুল কুরসী হলো সুঁচ খুঁজে পাওয়ার দোয়া। এই দোয়ার আরো অনেক ফজিলত কেরামত মুরুব্বিদের মুখে এবং তথাকথিত কিছু কেতাবে দেখেছি যার একটাও সহি হাদিস সমর্থিত নয়। যেমন-

০ এই দোয়া পড়ে বাড়ি বন্ধ দিলে সে বাড়িতে চোর ডাকাত জ্বীন ভুতের কোনো উপদ্রব হবে না।

০ সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়লে সর্বপ্রকার বিপদ মুসিবত এমন কি মৃত্যু যন্ত্রনা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। হয়ত সবই ঠিক। কিন্তু আয়াতুল কুরসী তো এই উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি। আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ্ পাকের পরিচয় আর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার বর্ননা করা হয়েছে। সরল অর্থটা পেশ করছি-

"আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশত সত্ত্বা যিনি সমগ্র বিশ্বজাহান দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন । তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ (সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক) নেই। তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু মানুষদের সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন আর যা কিছু মানুষের অগোচরে সে সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল। তাঁর জানা বিষয় সমুহের মধ্য থেকে কোনো জিনিষই মানুষের জ্ঞানসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান। (তবে অন্য কথা) তার সাম্রাজ্য সকল আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষনাবেক্ষন এমন কোন কাজ

www.amarboi.org

নয় যা তাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা।"

আমার নানা বাড়ি গোপালগঞ্জ জিলার মুকসুদপুর থানার নওহাটা গ্রামে। আমার নানার বাবার আমলের একজন কাজের মহিলা ছিলো। আমার মামা খালারা তাকে কালাবুজি বলত। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা সবাই ঐ নয় মাস নানা বাড়িতেই ছিলাম। আমার নানা বাড়িটা অনেক বড়। নামই নওহাটা বড়বাড়ি। তখন ভালো রাস্তাঘাট ছিলো না তাই পাকিস্তানিরা কোনদিন ওখানে যেতে পারে নি। প্রত্যেকের যতো আত্মীয় স্বজন আছে সব এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কালাবুজি একদিন আমার বড় মামাকে বলে "ক্যানরে দুলু দুন্নাই জুইড়া এই হাংগামা লাগলো ক্যান? জামাই জনে সব বাড়িঘর ভইরা গ্যালো। এগো কাজ কাম চাকরি বাকরি সব বন্ধ ক্যান? দেশে কি হইছে আমারে একটু বুঝাইয়া কওতো। আমার বড় মামা ছিলেন খুবই রসিক মানুষ। বললেন, "কালাবুজি তুমি জান না ক্যান এই হাংগামা লাগছে?" কালাবুজি চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বলল "না-আমি জানি না। তুই ক কি হইছে?"

"গদী লইয়া গন্ডগোল লাগছে কালাবুজি। শেখ মুজিবর গদি চায়? কালাবুজি গম্ভির মুখে বলল " কার গদি চায়? বড় মামা বলল "আইয়ুব খার গদি।"

কালাবুজি কপাল কুঁচকে চোখ ছোট ছোট করে বলল, "ক্যান আইয়ুব খাঁর গদি ক্যান?

সবাই হাসতে লাগলো। কালাবুজি সে হাসির কারণ বুঝল না। আবার বলল "ও দুলু তোরা সবাই ঐ লংকা পোড়ার বাচ্চাকে বুঝাস না ক্যান? একটা গদির জন্য দেশ জুইড়া মারামারি বাঁধাইয়া বইছে। জামাইজন সাওয়াল পোলাপানে বাড়ি ভইরা গ্যাছে। অত রান্দন বাড়ন আর থালি বাটি মাজা ঘষা করতে করতে শেষ হইয়া গেলাম।" বড় মামা আবার বলল, "কালাবুজি তারে তো বুঝাবার পারি না। এখন কি করি কও তো?"

কালাবুজি এবার ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বলে "কি কস বুঝাবার পারোস না আমারে লইয়া চল ঐ লংকা পোড়ার বাচ্চারে আমি বুঝাইয়া দিয়া আসি।" আবার কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, "ও দুলু এক কাম করলে হয় না? সবাই

www.amarboi.org

মিল্লা ঐ লংকা পোড়ার বাচ্চারে একটা গদি না হয় কিন্নাই দেই।"

বড় মামা মাথা দুলিয়ে বলেন " তা মন্দ বল নাই কালাবুজি। তোমার বুদ্ধি আছে।" কালাবুজি আঁচলের গিট খুলে বড় মামার হাতে বিশ টা টাকা দিয়ে বলল "নে তোর কাছেই জমা রাখ, কতো দাম হইতে পারে ভালো একটা গদির? গেদার মায় ও দশটাকা দেবে কইছে।"

মামা টাকা হাতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। কালাবুজির কথা আর বুদ্ধি দেখে আমরা ছোটরাও তখন হেসে গড়াগড়ি খেতাম। কালাবুজি গদি বলতে বসার বা শোবার কোনো সুদৃশ্য গদিই মনে করেছিলো। তার যেমন বুঝ বুদ্ধি তেমনই তার আচরণ।

আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে আমাদের বুঝ কি কালাবুজির বুঝকেও হার মানায় না?

জিকির-জিকিরের ব্যাপারটাও তেমনি গুনে গুনে পাঁচশ হাজার কিংবা লাখবার আল্লহর নাম উচ্চারণ করলেই জিকির হয়না। সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকিরে থাকা মানে সর্বক্ষণ আল্লাহকে মনে রাখা। কোন কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন কোন কাজে অসন্তুষ্ট হন তা খেয়াল রাখা। নাফরমানির পর্যায় পড়ে এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে থাকা। রাসুল (সাঃ) বলেছেন "বান্দা যখনই কোন পাপ করে তখন তার কলবের উপর একটা কালো দাগ পরে যায়। এইভাবে গুনাহের কাজ করতে করতে কারো কারো পুরো আত্মাটাই কালো হয়ে যায়।"

সাহাবিরা জানতে চাইলেন 'সেই কালো অন্তর পরিস্কার করার কোনো ব্যবস্থা নাই?" রাসুল (সঃ) বল্লেন আছে। তোমরা অধিক পরিমানে কোরআন পড়বে আর মৃত্যুর জিকির করবে।" বেশি করে কোরআন পড়লে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ বান্দা সঠিকভাবে জানতে পারবে। কিন্তু আমরা খতমের পর খতম দেই, সকাল সন্ধ্যায় আমল করি, অথচ কলবের কালো দাগও ওঠে না নিজেদের কে পাপ থেকেও বাঁচাতে পরি না।

কারণ কোরআন আমরা বুঝি না। পৃথিবীতে এমন কোনো গ্রন্থ কি আছে যা কেউ পড়ে অথচ বোঝে না? কখনো কোনো বই পড়ে মানুষ হাসে-কাঁদে, কখনো মন খারাপ হয় যদি সে বই টা বোঝে। মনে আছে ১৪/১৫ বছর বয়সে প্রথম 'দেবদাস' উপন্যাস পড়েছিলাম। দুই দিন ঠিক মতো

www.amarboi.org

খেতে পারিনি। সরারাত কেঁদেছিলাম। এই মন খারাপ হওয়ার পেছনে কারণ একটাই। বইটি আমি বুঝেছিলাম। কোনো রান্নার বই যখন পড়ি, বুঝে বুঝে খুটে খুটে পড়ি। কারণ রান্নাটা আমাকে শিখতে হবে। যে ভাবে যে জিনিস রান্না করার কথা লেখা আছে সেই ভাবে রান্না করার চেষ্টা করি। রূপচর্চার কোনো বই কিংবা কোন স্বাস্থ্য বিধি ঔষধ নির্দেশিকা। আহা! কতো যত্নের সাথে অর্থ বুঝে বুঝে পড়ি।

শুধু আল কোরআন এমন একখানা গ্রন্থ যা পড়ি অথচ কিছুই বুঝি না। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'একটা হরফ পড়লে দশটা নেকি পাওয়া যাবে।' এই হাদিস মনে থাকে। কিন্তু তিনি কিভাবে পড়তে বলেছেন তা তো মনে থাকে না।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল কোরআনে পাঁচ ধরনের আয়াত আছে। হালাল হারাম, মুহকাম, মুতাশাহেব ও আমসাল। তোমরা হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করবে। হারামকে হারাম জেনে বর্জন করবে। মুহকাম অনুযায়ী আমল করবে, মুতাশাহেবের উপর ঈমান আনবে, আর আমসাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।"

সাহাবিরা বললেন, 'হালাম হারাম তো বুঝতে পারছি, মুহকাম মুতাশাবিহ ও আমসাল আমাদের বুঝিয়ে দিন।' রাসূল (সা.) বললেন, 'মুহকাম ঐ সব আয়াত যা পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়। আদেশ নিষেধ সম্বলিত আয়াত। যেমন সালাত কায়েম করো, সিয়াম পালন করো, হজ্ব করো, পর্দা করো, সুদ খেয়ো না, গীবত করো না, শির্ক করো না, সন্তান হত্যা করো না ইত্যাদি ইত্যাদি।এই সব আয়াত অনুযায়ী আমল অর্থাৎ কাজ করতে হবে।

মুতাশাবেহ আয়াত হচ্ছে ঐ সব আয়াত যা রূপক, অস্পষ্ট, ঠিকমতো বোঝা যায় না। যেমন ফেরেস্তাদের আকার আকৃতি, আরশ, লওহে মাহফুজ, সিদরাতুল মোনত্বাহা, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি। এই সবের উপর ঈমান আনতে হবে।

আল্লাহপাক বলেন, "যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে তারা ফেৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের পেছনে লেগে থাকে। এর অর্থ খুঁজতে যায় অথচ এই সব আয়াতের অর্থ শুধু আল্লাহই জানেন।"

www.amarboi.org

আমসাল হচ্ছে ঐ সব আয়াত যাতে পুরনো দিনের ঘটনা উল্লেখ করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- আদ, সামুদ জাতির পরিণতি, লুত (আ.)-এর কওমের পরিণতি, নূহ (আ.), মুসা (আ.), ফেরাউন, হামান, ইব্রাহীম (আ.) নমরুদ ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করে উপদেশ সমৃদ্ধ আয়াত।

রাসূল (সা.) উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক কোরআন পড়লেই মানুষবুঝতে পরবে তার কি করা উচিত আর কি পরিত্যাগ করা উচিত। কলব থেকে পাপের কালো দাগ তুলতে হলে প্রথম কাজই হলো উপরোক্ত পদ্ধতিতে কোরআন পড়ে সেই অনুযায়ী কাজ করা, আমল করা।

দ্বিতীয় কাজ মৃত্যুর জিকির করা। মানে সর্বক্ষণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। মরতেই হবে এই কথা যদি সর্বক্ষণ অন্তরে জাগরুক থাকে সে কি খারাপ কাজ করতে পারে? মৃত্যু ভয়ই মানুষকে অন্যায় থেকে, খারাপ আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। মৃত্যুর জিকির মানে যে কোনো মুহূর্তে আমি মরে যেতে পারি এই অনুভূতি থাকা। আল্লাহর জিকির মানে সর্বক্ষণ আল্লাহকে হাজির নাজির জানা। আমার প্রতিটি কর্মকাণ্ড আল্লাহপাক দেখছেন এই অনুভূতি থাকা। নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ে শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেই জিকির হয় না। জীবনের প্রতিটি কাজ যেনো করতে পারি আল্লাহপাকের কথা স্মরণ করে। আমাদের সমাজের দিকে তাকালে ব্যথায় মুক হয়ে যেতে হয়। যখন দেখি তেলাওয়াত আর জিকিরে অভ্যস্ত ব্যক্তি সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ও ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তা ইসলাম বিরোধী বাস্তববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গর্বিত। ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। প্রতিদিন তেলঅওয়াত আর জিকিরের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নেকি অর্জন হচ্ছে মনে করে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে অথচ প্রতিটি পদে পদে কোরআনের বিরোধিতা করছে। কোরআনকে যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখতে চায়তাদের বলেমৌলবাদী–ধর্মান্ধ। প্রহসন আর কাকে বলে?

---

www.amarboi.org

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০/-
৪.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৫.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২২/-
৬.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৭.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৮.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৯.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
১০.	হাদীসে কুদ্‌সী	৬০/-
১১.	গীবত	৬০/-
১২.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২০/-
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২০/-
১৪.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫/-
১৫.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৬.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৭.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৮.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৯.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
২০.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৫/-
২১.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২২.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৩.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২২/-
২৪.	তাওবাহ কেন করব কিভাবে করব	২২/-
২৫.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২২/-
২৬.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমীর অলৌকিক যাদু যার হাতে	২২/-
২৭.	আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন, বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮